বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: সরকারের ৭ বছরে বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের অগ্রগতির তথ্যাদি।

১. দেশের ক্রমপ্রসারমান টেলিযোগাযোগ খাতকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত কমিশনের অনুমোদিত জনবল কাঠামো ৩৬৯ (তিনশত উনসত্তর) টি পদের বিপরীতে ৩২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

২. বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে একটি নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাশূন্যে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত সকল প্রস্তুতিমূলক কার্যাদি সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগিতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জানুয়ারি, ২০১২ তে "Preparatory Function and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting Satellite" শীর্ষক প্রস্তুতিমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং এ প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে "Space Partnership International (SPI)" নামক মার্কিন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে গত ২৯শে মার্চ, ২০১২ তারিখে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য ১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লট লীজ-ইন(right to use/সংগ্রহের (Procurement) লক্ষ্যে ২০১৫ সালে বিটিআরসি ও INTERSPUTNIK এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে Thales Alenia Space France নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৭ সালের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হবে।

৩. ১১ অক্টোবর ২০১০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথম বারের মত বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন করে। এ বিজয়ের ফলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। উক্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আইটিইউর মূল কাঠামোতে অর্ন্তভুক্ত হয়। আইটিইউ'র কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ জয় লাভ করায় বাংলাদেশের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ার পাশাপাশি ভূমিকা এবং দায়িত্ব ও বেড়ে যায় বহুগুন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। এর স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে আইটিইউ'র কাউন্সিল নির্বাচনে (২০১৫-২০১৮) কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে (২০১৫-২০১৮) কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৪. স্পেকট্রাম বিভাগ হতে বিবিধ মোবাইল অপারেটর, বিডাব্লিউএ অপারেটর, আইএসপি, পিএসটিএন, পিএমআর, পিএসটিএন, ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস সহ অন্যান্য সার্ভিস হতে মোট ১৪,০৪৬.৫৭ (চৌদ্দ হাজার ছেচল্লিশ দশমিক সাতান্ন) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সরাসরি অবদান রেখেছে।

৫. মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে ২-জি এবং ৩-জি সার্ভিসের জন্য নিলামের মাধ্যমে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে করে একাধারে বিপুল অংকের রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে; যার ক্রম ধারায় নিকট ভবিষ্যতে ৪-জি ও ৫-জি এর পথ উন্মোচিত হয়েছে। ৩-জি প্রযুক্তির প্রসারের কারণে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সেবা প্রাপ্তি অতি দ্রুত সম্ভবপর হচ্ছে, যা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে।

৬. মোট ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিডাব্লিউএ লাইসেন্স সহ তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চতুর্থ প্রজন্মের এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রায় ১,৩৭,০০০ জন গ্রাহককে ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ তথ্য প্রযুক্তি খাতে এক অভাবনীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

৭. স্পেকট্রাম বিভাগ হতে বিনামূল্যে আইএসপি অপারেটরের অনুকূলে বিভিন্ন ব্যান্ড হতে তরঙ্গ বরাদ্দ করার ফলে প্রায় ৫০,০০০ জন গ্রাহক ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে। এতে তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিপুল জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। ফলে এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হচ্ছে, যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৮. স্পেকট্রাম বিভাগ হতে স্যাটেলাইট টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য ২১টি, এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য ২২টি এবং কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের জন্য ১৭টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট বেতার যন্ত্রপাতি আমদানীর অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে। এতে করে মানুষের দোরগোড়ায় সরকারী সেবাসহ অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিসসমূহ প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে এবং জনসাধারণ বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে। ফলে এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায়সহ এ খাতে কমসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৯. DTH (Direct To Home) সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট বেতারযন্ত্র আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহকগণ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চ্যানেল তারবিহীন ভাবে উপভোগের সুযোগ পাবেন। ফলে এই সার্ভিস থেকে যেমন বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে পাশাপাশি এ খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

১০. স্পেকট্রাম বিভাগ হতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দসহ বেতার যন্ত্রপাতি আমদানীর অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে; যা জনগণের জানমাল রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তরঙ্গ বরাদ্দসহ বেতার যন্ত্রপাতি আমদানীর অনাপত্তি প্রদান করার ফলে অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় রেডিও যোগাযোগ থেকে শুরু করে সমুদ্রগামী জাহাজ ও এয়ারক্রাফট্ সমূহে রেডিও যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্পেকট্রাম বিভাগ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

১১. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি হতে প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকে আকর্ষনীয় করার নিমিত্তে "Instruction for Providing Services through 2.4 and 5.7 GHz band in Bangladesh" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে আইটিইউ কর্তৃক নির্ধারিত Unlicensed Band হিসাবে ব্যবহৃত এই দুই ব্যান্ডকে চার্জমুক্ত করা হয়েছে। ফলে ওয়াইফাই সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশে দিন দিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. স্পেকট্রাম বিভাগ হতে ৪৫৬টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Radio Equipment Importer and Vendor Enlistment Certificate প্রদান করা হয়েছে; যার প্রেক্ষিতে এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩. স্পেকট্রাম বিভাগ হতে এ পর্যন্ত প্রায় ২০ কোটি মোবাইল ফোন আমদানীর অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগ সরকারী রাজস্ব আদায়ে পরোক্ষ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এতে করে গ্রাহকগণ উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং বিপুল সংখ্যক জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৪. স্পেকট্রাম বিভাগ হতে ১৪৭ জন কে এ্যামেচার রেডিও সার্ভিস প্রদানের নিমিত্তে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এতে করে এ্যামেচার রেডিও লাইসেন্সধারীগণ বিশ্বব্যাপী তাদের নেটওয়ার্ক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে তারা টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের তথ্যাদি নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে পারছে।

১৫. বিটিআরসি ২০০৯ সালে ''স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি"- শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়ায় ০৬ টি ফিক্সড মনিটরিং ষ্টেশন স্থাপন করেছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ০৫ টি মোবাইল মনিটরিং ষ্টেশন ও ০১ টি পোর্টেবল মনিটরিং ষ্টেশন ক্রয় করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ এ প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

১৬. প্রকল্পটির সফল পরিসমাপ্তির মাধ্যমে বর্তমানে বিটিআরসিতে একটি শক্তিশালী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯ সাল ও তৎপরবর্তী সময়গুলোতে সরকারী, বেসরকারীসহ সকল ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারীর অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। বর্তমানে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সেবাদানকারী অপারেটরের তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরবর্তী কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে। তাছাড়া, তরঙ্গ পূনঃসজ্জায়নের ক্ষেত্রেও স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে পূনঃসজ্জায়ন পরবর্তী সময়ে কোন তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা তা আগেই নির্ধারন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে অনাকাঙ্খিত বা অবৈধ ট্রান্সমিশন বন্ধ করে নিষ্কন্টক তরঙ্গে ব্যবহারকারীগণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

১৭. স্থাপিত স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্যে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন ঃ মোবাইল ফোন অপারেটর, এফএম অপারেটর, বিডব্লিউএ অপারেটর এবং সরকারী সংস্থায় ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতিতে প্রাপ্ত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যা সমূহের সমাধান করা হয়েছে।

১৮. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যামারের মাধ্যমে সৃষ্ট জিএসএম তরঙ্গে বাংলালিংকের প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে।

১৯. বাংলাদেশ পুলিশের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউএইচএফ তরঙ্গে সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা হয়েছে।

২০. তরঙ্গ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ৩.৫ গিগাহার্জ তরঙ্গে এক্সসটেল নামক একটি আইএসপি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অননুমোদিত ট্রান্সমিটার সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

২১. ঢাকা শহরের বনানীতে মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। অপারেটরটির বিটিএস পরিচালনায় ব্যবহৃত সফটওয়্যারের ভুলের কারনে জিএসএম ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডে বর্ণিত প্রতিবন্ধকতার উদ্ভব হয়েছিল।

২২. একটি বেসরকারী স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এর আর্থ-ষ্টেশন এবং একটি আইএসপি অপারেটর এর বেসষ্টেশন এর মধ্যকার তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত ও সমাধান করা হয়েছে।

২৩. ওয়াইম্যাক্স অপারেটর কিউবির তরঙ্গে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা হয়েছে।

২৪. মোবাইল ফোন অপারেটর বাংলালিংক এর একসেস তরঙ্গে সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে।

২৫. আইএসপি অপারেটর এক্সেস-টেল কর্তৃক অতিরিক্ত তরঙ্গ ব্যবহার সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

২৬. চট্টগ্রামে দুইটি মোবাইল অপারেটর এবং ঢাকায় একটি মোবাইল অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩-জি তরঙ্গে সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে। পরিবীক্ষণে উক্ত তরঙ্গে কিছু মাইক্রোওয়েব লিংক ব্যবহারের বিষয়টি সনাক্ত করা হয়। উক্ত মাইক্রোওয়েব লিংকসমূহ বন্ধ করার মাধ্যমে বর্ণিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

২৭. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১২১.৮ মেগাহার্জ তরঙ্গে রেডিও ভূমির (৯২.৮ মেগাহার্জ) দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে। এই পরিবীক্ষণে বিটিআরসি, বিমান বাহিনী ও রেডিও ভূমির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সমস্যাটির সমাধানকল্পে রেডিও ভূমির ট্রান্সমিশন এর প্যাটার্ন পরিবর্তনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

২৮. বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরনের স্বার্থে (এয়ার টু গ্রাউন্ড/ গ্রাউন্ড টু এয়ার যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত) ব্যবহৃত ইমারজেন্সি তরঙ্গের মধ্যে ১২১.৫ মেগাহার্জ তরঙ্গে ক্ষতিকর তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ পাওয়া যায়। এর প্রেক্ষিতে বিটিআরসি'র তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দলের সদস্যগণ শাহজালাল বিমান বন্দরের অভ্যন্তরস্থ একটি পরিত্যক্ত ডিসি-১০ বিমান হতে ট্রান্সমিশন হচ্ছে মর্মে সনাক্ত করে। পরবর্তীতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতার উৎসটি অপসারনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়।

২৯. নাটোর জেলায় মোবাইল অপারেটর এয়ারটেলের ৩ জি তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ট্রান্সমিটার সনাক্ত করা হয়েছে।

৩০. বিটিআরসি'র বিদ্যমান মনিটরিং সিস্টেমটিকে আরো যুগোপযোগী এবং এর আধুনিকায়ন এর উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমটির জন্য ১০ টি হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, বিদ্যমান মনিটরিং ষ্টেশনগুলোর জন্য আপগ্রেডেশন যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩১. গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে বর্তমানে অবৈধ তরঙ্গ ব্যবহারী সনাক্তকরণ সম্ভবপর হচ্ছে এবং তরঙ্গের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

৩২. বৈধ তরঙ্গ ব্যবহারকারীদের সঠিক ও যথাযথ তরঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বরাদ্দকৃত তরঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভবপর হচ্ছে।

৩৩. 3G সেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে থ্রিজি নিলামের মাধ্যমে ৪টি মোবাইল ফোন অপারেটরকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া হয়। টেলিটক বাংলাদেশ অক্টোবর'২০১২ থেকে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা দিয়ে আসছে। ইতোমধ্যেই সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটর সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে ও গুরুত্বপূর্ন উপজেলা শহরে থ্রিজি নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে।আশা করা যায় ২০১৬ সালের মধ্যে সমগ্র দেশ 3জি সেবার আওতাধীন হবে। উল্লেখ্য ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ০২ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৯ হাজার থ্রি জি গ্রাহক রয়েছে।

৩৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি হতে প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকে আকর্ষনীয় করার নিমিত্তে "Instruction for Providing Services through 2.4 and 5.7 GHz band in Bangladesh" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে আইটিইউ কর্তৃক নির্ধারিত Unlicensed Band হিসাবে ব্যবহৃত এই দুই ব্যান্ডকে চার্জমুক্ত করা হয়েছে। ফলে ওয়াইফাই সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশে দিন দিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩৫. আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট তিনটি ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ অপারেটর (আইসিএক্স) কাজ শুরু করে এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে তাদের আন্তর্জাতিক কল ব্যবস্থাপনা এবং ২০০৯ এর জানুয়ারী হতে অভ্যন্তরীন কল ব্যবস্থাপনার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে কমিশন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আরো ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

৩৬. বিটিআরসি হতে বিগত ২০০৮ সালে প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে ম্যাঙ্গো টেলিসার্ভিসেস লিঃ এবং বিটিসিএল- এই ০২ টি প্রতিষ্ঠান International Internet Gateway (IIG) কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে নতুন করে আরও ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে IIG লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বর্তমানে পুরনো ২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৭টি প্রতিষ্ঠান IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে চালু সকল IIG প্রতিষ্ঠান BSCCL হতে ৪৯.৭৬ Gbps এবং ITC হতে ১২৯.৫৪ Gbps সহ মোট ১৭৯.৩০ Gbps ক্যাপাসিটি সংযোগ গ্রহণ করে IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৩৭. অবৈধ ভিওআইপি রোধকল্পে লাইসেন্সধারী অপারেটরদের স্থাপনা প্রতিনিয়ত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৩৮. ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর অপব্যবহার করে অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার(আইএসপি) এর ব্যন্ডউইথ ব্যবহার নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

৩৯. অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে টেলিকম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেছে। উক্ত কমিটিতে বিটিআরসি সহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিও প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

৪০. ভিওআইপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবৈধ স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটএর তত্ত্বাবধানে কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিনিয়ত ভিওআইপি অভিযান পরিচালনা করে আসছে। নিত্য নতুন কৌশল ব্যবহার করে সীমবক্স ব্যবহারকারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি সর্বদা তৎপর এবং এ লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারিগরী পদ্ধতি অবলম্বন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে আগের তুলনায় অধিক সংখ্যক অভিযান পরিচালনা করাসহ বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি যন্ত্রপাতি জব্দ করা হচ্ছে।

৪১. ২১০৪ সালে ৯৫টি, ২০১৫ সালে ৪০টি অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়।

৪২. বিগত ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের অসংখ্য সীম জব্দ করা হয়েছে। নিম্নে ২০১৪,২০১৫ ও২০১৬ সালের জব্দকৃত সীমের তথ্য প্রদান করা হ,লঃ

২০১৪	২০১৫	২০১৬	মোট
১,০৩,৯৩২	২২,৯২০	২,১৪৪	১,২৮,৯৯৬টি সীম

৪৩. অবৈধ সীমবক্স ব্যবহারকরীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটরদের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত SIM Box detection System এ Additional Hits বৃদ্ধিকরন সহ Virtual Circuit বাড়ানো হয়েছে। এই সিস্টেম এর মাধ্যমে সনাক্ত ও বন্ধকৃত সীমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হ,লঃ

২০১৪-২০১৫	২০১৬	মোট
৪,০২,০৬৩	৭৮,৬২১	৪,৮০,৬৮৪

৪৪. Self-Regulations একটি software based technological system। অবৈধ ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্তকরনের জন্য কমিশন কিছু Logic নির্ধারন করে দিয়েছে যাকে Self-Regulations পদ্ধতি বলা হয়। উক্ত Logic সমূহ প্রতিটি মোবাইল অপারেটরদের প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বার বার প্রয়োগ করে অবৈধ ভিওআইপি তে ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্ত করা হয়। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অপারেটর কর্তৃক উক্ত সীম/রিম সমূহ সনাক্তের সাথে সাথে বন্ধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত Logic সমূহ কমিশন সময় সময় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তা পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করা হয়ে থাকে। এর ফলে অবৈধ ভিওআইপি তে সীম/রীম এর ব্যবহার নিরৎসাহিত হচ্ছে। নিম্নে সেলফ রেগুলেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে সনাক্ত ও বন্ধকৃত সীমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হ,লঃ

২০১৪-২০১৫	২০১৬	সর্বমোট সংখ্যা
৬,২৪১,৪০৯	২৮৭৮৭৮	৬৫২৯২৮৭

৪৫. একুশ শতকের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে অভিপ্রায় তার সাফল্য নির্ভর করছে সাশ্রয়ী মূল্যে একটি কমন নেটওয়ার্ক ব্যবহারের উপর। আর সাশ্রয়ী মূল্যে নেটওয়ার্ক পাওয়া তখনই সম্ভব যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নেটওয়ার্ক তৈরী না করে একটি কমন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে। এর আলোকেই বিটিআরসি Fiber@Home এবং Summit Communication Limited এই দু ইটি প্রতিষ্ঠানকে NTTN (National Telecommuniction TransmissionNetwork) লাইসেন্স প্রদান করে। অতিদ্রুততার সাথে Telecommunication Network সমগ্র দেশের উপজেলা সমূহে পৌঁছে দেবার জন্য অপরেটরদ্বয়কে সুনির্দিষ্ট সময় (Roll Out Obligation) বেধে দেওয়া হয়। NTTN হিসেবে Summit Communication Limited সর্বমোট ৬৪ জেলা, ৩২৫ টি উপজেলা এবং Fiber@Home Ltd সর্বমোট ৬৪ টি জেলা ও ২৯৬ টি উপজেলা নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে।

৪৬. বিটিআরসি এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪২ টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে আইপিটিএসপি লাইসেন্স প্রদান করেছে। বর্তমানে ২৭ টি আইপিটিএসপি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে জনগণ সহজে স্বল্প মূল্যে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে।

৪৭. বিটিআরসি হতে আবেদন পত্রগুলি যাচাই-বাছাই করে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ৮৪২টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সরকারের নির্দেশে পরবর্তীতে কমিশন হতে আরও ৪০টি ভিএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফলে কমিশন হতে সর্বমোট ৮৮২টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল ভিএসপি নন-ফেসিলিটি বেসড অপারেটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রতিটি ভিএসপি অপারেটর আন্তর্জাতিক অন্তঃগামী কল গ্রহনণর জন্য শুধুমাত্র একটি আইজিডবি-উ হতে সর্বোচ্চ ৯০টি পোর্ট বরাদ্দ নিতে পারবে। বর্তমানে ২১টি IGW অপারেটর অপারেশনাল থাকায়, প্রতিটি IGW'র অনুকূলে সর্বোচ্চ ৬০টি করে VSP বরাদ্দ করা হয়েছে। তম্মধ্যে, ২০টি VSP অপারেটর IGW কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারনের সুযোগ দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৪০টি VSP বিটিআরসি কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

৪৮. টেলিযোগাযোগ শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ITU স্ট্যান্ডার্ড এর সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৫ সালে বিটিআরসি নতুন নাম্বারিং প্ল্যান এর সূচনা করে। নাম্বারিং প্ল্যান এ ডায়ালিং প্রনালীর ক্ষেত্রে ITU-T এর Recommendation E.164 অনুসরণ করা হয়েছে।

৪৯. গ্রাহক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আন্তর্জাতিক কল সার্ভিসের সুলভ প্রাপ্তি সামনে রেখে আন্তর্জাতিক বহির্গামী কলের সেটেলমেন্ট চার্জ এবং কল চার্জ একটি অর্ন্তবর্তীকালীন নির্দেশনার মাধ্যমে রিভিউ করা হয়েছে।

৫০. মোবাইল নাম্বার পোর্ট্যাবিলিটি (এমএনপি) বর্তমান টেলিযোগাযোগ বিশ্বে একটি জনপ্রিয় মুল্য সংযোজিত সেবা। টেলিযোগাযোগ সেবায় গতি আনতে বিশ্বের অনেক দেশে এরই মধ্যে এমএনপি চালু হয়েছে। Mobile Number Portability (MNP) বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে Auction এর মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া গাইডলাইনটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৫১. টাওয়ার সংক্রান্ত রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার হ্রাস ছাড়াও বিভিন্ন অপারেটরের পৃথক পৃথক স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে স্থানীয় মানুষের উপর রেডিয়েশনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবাদী জমির উপর টাওয়ার স্থাপনা করা হচ্ছে যাতে আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোগের চাহিদার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে কমিশন "Tower Sharing" গাইডলাইন প্রস্তুতকরণের কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশের মোট টাওয়ার ও Shared টাওয়ার এর সংখ্যা, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্যারামিটার/রিসোর্সেস, টাওয়ার শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মডেল এবং এর সুবিধা/অসুবিধা বিবেচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য মডেল নির্ধারণের মাধ্যমে "Tower Sharing" সংক্রান্ত গাইডলাইনটির খসড়া মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫২. ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যেই প্রায় ১২ কোটি মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে মোবাইল ডিভাইস। এ খাতের পরিবর্তন শুরু হয়েছিল মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর হাতেই। টেলিকম খাত দ্বিতীয় প্রজন্ম (টুজি) থেকে সম্প্রতি তৃতীয় প্রজন্মে (থ্রিজি) প্রবেশ করেছে।

৫৩. ITU-T E.800 সুপারিশ অনুযায়ী, কোয়লিটি অব সার্ভিস বলতে টেলিকম অপারেটরদের ডাটা ও ভয়েস সার্ভিসের নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্স পরিপূর্ণ করাকে বুঝায়। অর্থাৎ Service Response Time, Loss, Signal to Noise Ratio, Cross Talk, Echo, Interrupts, Frequency Response, Loudness Level ইত্যাদি সার্ভিসের গ্রাহক সন্তুষ্টির মানদন্ডকে কোয়লিটি অব সার্ভিস (QoS) বলা হয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টেলিকম গ্রাহকরা কোন অপারেটরের সার্ভিস গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করছে তার কোয়লিটি অব সার্ভিস এর উপর। নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিটিআরসি'র দায়িত্ব হলো কোয়লিটি অব সার্ভিস এর মানদন্ড নির্ধারন করা, সব অপারেটরদের তুলনামূলক কোয়ালিটি তথ্য তুলে ধরা এবং সেবার মান নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ অতি সহজেই সর্বোৎকৃষ্ট অপারেটর বেছে নিতে পারবে এবং একই সাথে অপারেটরদের মধ্যে একটি সুষম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে। এসব উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরদের জন্য গত জানুয়ারী ২০১৪ এ একটি নির্দেশনামা (Interim Directives) জারি করেছে।

৫৪. কমিশন মন্ত্রণালয়ের কাছে পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট USD 0.015 per Minute (minimum rate; revenue share calculated on USD 0.015) হিসেবে প্রস্তাবনা প্রেরণ করে। পরবর্তীতে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ১৮/০৯/২০১৪ তারিখ হতে অদ্যবধি পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট USD 0.015 per Minute (minimum rate; revenue share calculated on USD 0.015) কার্যকর আছে।

৫৫. বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.২৫ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা আছে। বিভিন্ন প্যাকেজের গড় কলরেট বর্তমানে ০.৮৩ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ২০০১ সালে গড় কলরেট ছিল ৯.৬০ টাকা যা গত দশ বছরে প্রায় ৮.৭৭ টাকা কমেছে। এই তথ্য যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক এবং আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছে।

৫৬. বর্তমানে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইডথ চার্জ ২০০৮ সালে যেখানে ছিল ১৮,০০০ টাকা, সেখানে বর্তমানে তা কমিয়ে সর্বোচ্চ ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৬০% পর্যন্ত মূল্য হ্রাস করা হয়। NTTN, NIX License প্রদান, Submarine Cable, ITC লেবেলে মূল্য কমানোর ফলে বর্তমানে ২০০০ টাকার নীচে ১ এমবিপিএস (ফুল ডুপ্লেক্স) ব্যান্ডউইথড পাওয়া যাচ্ছে।

৫৭. বিগত কয়েক বছর যাবত টেলিফোন/মোবাইল ফোনে চাঁদাদাবী, হুমকি প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও উত্যক্তকরণের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং জনমনে ভীতির সঞ্চার করছে। এহেন কর্মকান্ড প্রতিরোধকল্পে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যভান্ডারের সাথে যাচাই করতঃ প্রতিটি সিম ব্যবহারকারীর পরিচিতি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন জুলাই, ২০১৪ হতে সকল মোবাইল অপারেটরের সংশ্লিষ্টতায় কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় এবং সকল অপারেটরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত মতামতের উপর ভিত্তি করে গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে সকল মোবাইল অপারেটর কর্তৃক বায়োমেট্রিক্স ভেরিফিকেশন সহ অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাইপূর্বক সিম/রিম নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চালু করা হয় এবং সেই সাথে সকল পুরাতন গ্রাহকদেরও পুনরনিবন্ধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫৮. গ্রাহক সন্তুষ্টি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশ তথা টেলিকম সার্ভিস এবং সার্ভিস প্রদানকারী অপারেটরদের মাঝে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কমিশন থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। সময়ের বিবর্তনে পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে উক্ত নির্দেশাসমূহ একত্রিত করে কমিশন হতে গত মার্চ'২০১৫ তে একটি সমন্বিত নির্দেশনা (Directives on Service & Tariff 2015) প্রদান করা হয়েছে।

৫৯. সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা ২০১৪ এর ধারা ৯ অনুযায়ী সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ ব্যবহারের বিধান রয়েছে। তবে উক্ত বিধিমালার ধারা ৪ অনুযায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ন দ্বায়িত্ব তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। উক্ত কমিটির প্রথম সভা গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে রক্ষিত টাকা জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।

- **এক নজরে বিটিআরসি'র সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ**

১) **রাজস্ব আদায় ঃ** বিটিআরসি ২০০৯ থেকে ৩০ মার্চ, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৬৫০৬,৭৫,৩০,৬৬৭ (ছত্রিশ হাজার পাঁচশত ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত সাতষট্টি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

২) **লাইসেন্স প্রদান ঃ** বিটিআরসি ২০০৯ থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২,০৪৬ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৩) **টেলিফোনের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ** বর্তমানে টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৩.৩৭ কোটি তে উন্নীত হয়েছে।

৪) **ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ** ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫.৪১ কোটি তে উন্নীত হয়েছে।।

৫) **দৈনিক আর্ন্তজাতিক কল মিনিট ঃ** দৈনিক আর্ন্তজাতিক কল মিনিট ১০ কোটি ৮ লক্ষ মিনিট।

৬) **ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ঃ** ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ২ হাজার ৭০০ টাকায় হ্রাস পেয়েছে।

৭) **ভয়েস কল চার্জ ঃ** ভয়েস কল চার্জ (গড়/টাকায়) ০.৮৩ পয়সা হ্রাস পেয়েছে।

৮) **মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ঃ** মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তায় গ্রাহকগণ সহজেই তার প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন, জমাকরণ এবং অন্যের নিকট পাঠাতে পারেন।

৯) **মোবাইল কলরেট ঃ** মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.২৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা আছে।

১০) **নেটওর্য়াক ঃ** সমগ্র বাংলাদেশের জেলা শহর গুলোর মধ্যে প্রায় ৯৯% শহর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

১১) টেলিডেনসিটি ঃ টেলিডেনসিটি বর্তমানে ৮১.৯৩% এ উন্নীত হয়েছে।

১২) **ইন্টারনেট ডেনসিটি ঃ** ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩০.৬২ % এ উন্নীত হয়েছে।

- **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ**

- ফোর-জি এবং LTE এর তরঙ্গ বরাদ্দ
- ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং সুইচওভার
- স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের আপগ্রেডেশন এবং সম্প্রসারন
- ইউনিফাইড লাইসেন্সিং
- একসেস রেগুলেশন
- আইএসপি গাইডলাইন
- এনআইডি ডাটাবেজে প্রবেশ
- টেলিকম টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইন
- মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) গাইডলাইন
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ
- আগারগাঁতে বিটিআরসির নিজস্ব ভবন নির্মান
- Internet Safety Solution(ISS) নিশ্চিতকরণ